যুগান্তর

তারিখ ... 2 0 OCT 2002 ...
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৩

নকলপ্রবণতা রোধে কিছু প্রস্তাব

নকল দেয়ার দৃশ্য

পাবলিক পরীক্ষায় নকলপ্রবণতা রোধ এবং সেই সঙ্গে শিক্ষার মান উন্নয়নকল্পে সম্প্রতি শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থা সচেতন মহলের কাছে প্রশংসিত হয়েছে। সাধারণত মফস্বল এলাকার পরীক্ষা কেন্দ্রগুলোতে নকলপ্রবণতা মহামারী আকারে দৃষ্টিগোচর হয়। ফলে এসব এলাকার শিক্ষার মান নিম্নগামী হয়। মফস্বল এলাকায় নকল প্রবণতা সবচেয়ে বেশি পরিলক্ষিত হওয়ার পেছনে আমার মনে হয় দুটি কারণ বিদ্যমান : (১) এসব এলাকায় দক্ষ ও যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষকের অভাব (২) পরীক্ষা কেন্দ্রগুলোতে নকলের বিরুদ্ধে জোরালো প্রশাসনিক গতিশীলতার অভাব। অনেক পরীক্ষা কেন্দ্রে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে কক্ষ পরিদর্শক হিসেবে দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষক/শিক্ষিকাগণকে নিজ নিজ পরীক্ষার্থীদের নকলে সহায়তা করতে দেখা যায়। ব্যবসায়িক চুক্তিতে নকলের সহায়তা করার সবচেয়ে বড় সুযোগটি গ্রহণ করে থাকেন ওইসব শিক্ষক-কর্মচারী যাদের প্রতিষ্ঠানে পরীক্ষা কেন্দ্র স্থাপিত হয়। নকলে সুযোগ দিলে বা সহায়তা করলে শিক্ষকদের মর্যাদা ক্ষুণ্ন হয়- একথা বলার অপেক্ষা রাখে না। আমরা জানি, শিক্ষা মানুষকে মার্জিত ও উন্নত করে। পরীক্ষা কেন্দ্রগুলোতে অনাকাঙ্ক্ষিত নকলবাজি বন্ধ করে জাতির মেরুদণ্ড 'শিক্ষা'কে রক্ষা করতে মফস্বল এলাকায় দক্ষ ও যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষক নিয়োগের পাশাপাশি তথাকথিত অঞ্চলে পরীক্ষা সংক্রান্ত প্রশাসনিক আইন আরও জোরদার ও গতিশীল করা প্রয়োজন। এ প্রসঙ্গে আমি কয়েকটি প্রস্তাব রাখতে চাই (১) সব এলাকার পরীক্ষা কেন্দ্রগুলোতে নকল প্রতিরোধের জন্য কেন্দ্র সচিব ও কক্ষ পরিদর্শকদের প্রতি কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ প্রদান (২) এক কেন্দ্রের অধীনস্থ প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের জন্য কেন্দ্রের কক্ষ পরিদর্শকের দায়িত্ব পালনের জন্য প্রেরণ (৩) পরীক্ষা কেন্দ্র পরিদর্শন ও তদারকির জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ম্যাজিস্ট্রেট অথবা অন্যান্য সরকারি কর্মকর্তার প্রতি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কঠোর নির্দেশ জারি যাতে তারা শিক্ষার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে এবং যে কোন দুর্নীতির ঊর্ধ্বে থেকে তাদের দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করেন (৪) পরীক্ষা চলাকালীন কেন্দ্রের সঠিক ও সার্বক্ষণিক দায়িত্ব পালন জোরদার ও নিশ্চিত করার জন্য অধিক স্পর্শকাতর কেন্দ্রগুলোতে প্রয়োজনবোধে একাধিক ম্যাজিস্ট্রেট প্রেরণ (৫) পরীক্ষার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ব্যতীত অন্য ব্যক্তিদের কেন্দ্রে প্রবেশ কঠোরহস্তে দমনের জন্য কেন্দ্রের কর্মকর্তা ও পুলিশ প্রশাসনকে আরও সক্রিয়করণ। (৬) মাস্তান ও সন্ত্রাসী ছাত্র ও কেন্দ্রে বিঘ্ন সৃষ্টিকারী উচ্ছৃংখল ব্যক্তির বিরুদ্ধে দলমত নির্বিশেষে কঠোর শাস্তি প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ। এসব ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সরকারের যথাযথ কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

মোঃ মোশাররফ হোসেন
সিনি. সহ. শিক্ষক, রায়েদ ইউনিয়ন বালিকা উ. বি.
কাপাসিয়া, গাজীপুর